The Business Standard

BANGLADESH

TBS Report
13 June, 2020, 03:30 pm
Last modified: 13 June, 2020, 03:40 pm

36
SHARES

Former civil aviation minister Faruk urges to increase tax on tobacco products

Faruk Khan, former civil aviation minister, has urged to increase tax on tobacco products to save the youths of the country.

"In Bangladesh, the youth consists 49% of the total population. This large group of the young population has to be freed from all kinds of tobacco products," said Faruk Khan in a recent online discussion programme titled "Corona Songlap: Public Health or Tobacco? organised by Dhaka Ahsania Mission Health Sector.

According to the World Health Organisation (WHO), tobacco users have been specially warned about the health risks during the pandemic. It is because the heart, lungs and other vital organs of the body of the tobacco users are badly

damaged which can let the coronavirus infect the body much easily, says a press release.

Based on that, MP Faruk Khan has made a strong appeal to the Prime Minister Sheikh Hasina to stop the marketing of all kinds of tobacco products during the pandemic.

He, also the chairman of Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Civil Aviation and Tourism, urged to stop the production and marketing of the electronic cigarette or vape.

https://tbsnews.net/bangladesh/former-civil-aviation-minister-faruk-urges-increase-tax-tobacco-products-92686

the daily observer
We stand for people's rights

Higher tax on tobacco products stressed

Published: Sunday, 14 June, 2020 at 12:00 AM

Observer Desk

Former Civil Aviation Minister Faruk Khan underscored the need for imposition of higher taxes on tobacco products with an aim to discourage mainly youth from consuming cigarettes, and other tobacco products.

"In Bangladesh, the youth consists 49% of the total population. This large group of the young population has to be freed from all kinds of tobacco products," said Faruk Khan in a recent online discussion programme titled "Corona Songlap: Public Health or Tobacco? organised by Dhaka Ahsania Mission Health Sector, according to a press release.

The MP strongly requested to the Prime Minister Shiekh Hasina to stop the marketing of all kinds of tobacco products during the pandemic.

Now, by imposing a higher amount of taxation on tobacco products, the youth can be refrained from buying such products as they would not have the purchasing power and in this way, the tobacco products will also become unnecessary for them, he added.

As per World Health Organization guideline, tobacco users have been specially warned about the health risks during the pandemic. It is because the heart, lungs and other vital organs of the body of the tobacco users are badly damaged which can let the coronavirus infect the body much easily.

He also urged that the production and marketing of the electronic cigarette/vape should be completely stopped.

https://www.observerbd.com/news.php?id=260350&fbclid=IwAR2n5ZOGWslpAdb3DNjZMxCoBb-8deeruUjSTB2hGR9y6nqkfGHkvC4CAGg

Barta 24

১৩ জুন, ২০২০
নিউজ ডেস্ক
বার্তা২৪.কম
ঢাকা

তরুণদের রক্ষায় তামাকপণ্যের দাম বাড়ানোর আহ্বান ফারুক খানের

কর্নেল (অব.) ফারুক খান

তরুণদের রক্ষায় তামাকপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ফারুক খান এমপি। তিনি বলেন, তামাকের দাম বেশি হলে তরুণ জনগোষ্ঠী তামাক ব্যবহার শুরু করতে নিরুৎসাহিত হবে এবং বর্তমান ব্যবহারকারীরাও তামাক ছাড়তে উৎসাহিত হবে।

সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজিত করোনা সংলাপ বিষয়ক অনলাইন মিডিয়া আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন।

সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৪৯ শতাংশই তরুণ। অর্থাৎ তরুণরাই এখন বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল নিয়ামক শক্তি। তাই এই বিশাল তরুণ সমাজকে তামাকমুক্ত রাখার জন্য সকল তামাকপণ্যের কর ও দাম বাড়িয়ে তরুণদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে হলে এখন থেকেই তামাকের ব্যবহার কমাতে হবে এবং উচ্চ করারোপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর নিকট জোর আবেদন করেন এবং বলেন, তামাক কোম্পানির টার্গেট শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ। তাই আসন্ন বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর উচ্চ হারে কর আরোপ করতে হবে।

উল্লেখ্য, যারা তামাকজাত দ্রব্য সেবন করছেন তাদের মধ্যে করোনাভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি এবং এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিশেষভাবে সর্তক করা হয়েছে। কারণ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ ক্ষতি করে।

https://barta24.com/details/national/94454/farooq-khan-called-for-increasing-the-price-of-tobacco-products-to-protect-the-youth

bd Metro News
A national online daily

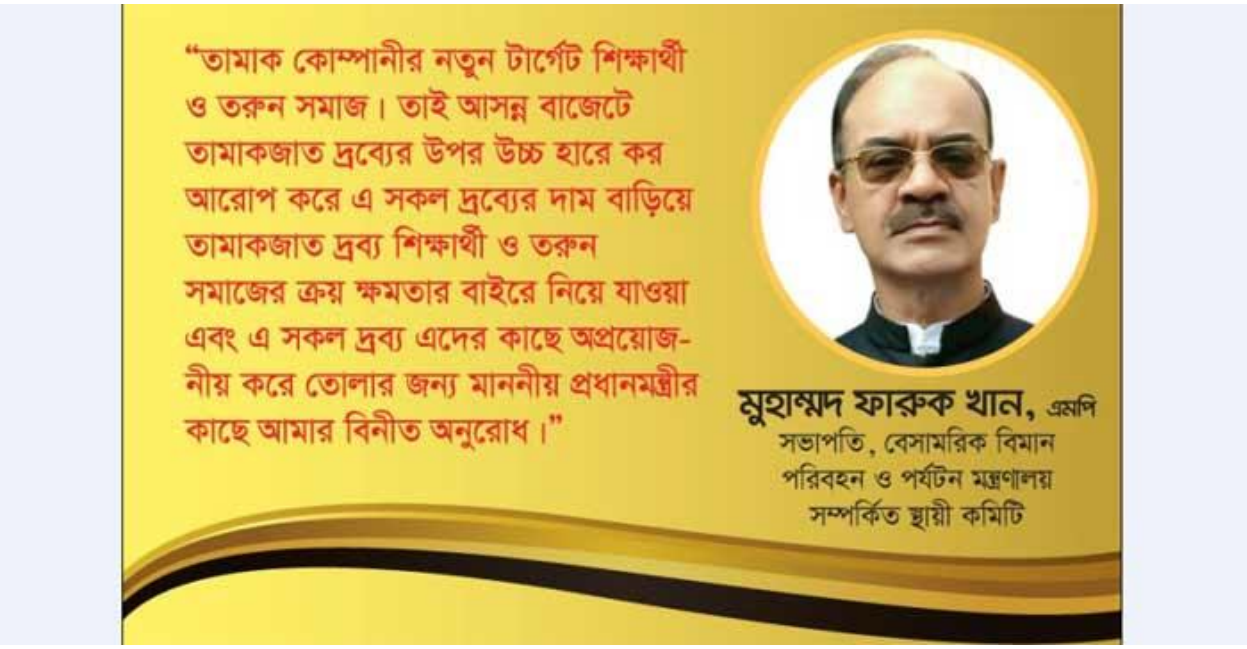

ফিচার

তরুণদের রক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির আবেদন সাবেক মন্ত্রীর

June 13, 2020 bdmetronews

বিডিমেট্রোনিউজ ডেস্ক ॥ তামাকের দাম বেশি হলে তরুণ জনগোষ্ঠী তামাক ব্যবহার শুরু করতে নিরৎসাহিত হবে এবং বর্তমান ব্যবহারকারীরাও তামাক ছাড়তে উৎসাহিত হবে। বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠির ৪৯ শতাংশই তরুণ। অর্থাৎ তরুণরাই এখন বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল নিয়ামক শক্তি। এই বিশাল তরুণ সমাজকে তামাকমুক্ত রাখার জন্য সকল তামাকপণ্যের কর ও দাম বাড়িয়ে তরুণদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

এ মন্তব্য করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী এবং সভাপতি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি লে. কর্নেল (অব:) মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি।

সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ বিষয়ক অনলাইন মিডিয়া আলোচনায় তিনি আরো বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন করতে হলে এখন থেকেই তামাকের ব্যবহার দ্রুতহারে কমাতে হবে এবং এক্ষেত্রে উচ্চ করারোপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট জোর আবেদন করেন এবং বলেন, তামাক কোম্পানীর টার্গেট শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ। তাই আসন্ন বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে কর আরোপ করে এ সকল দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে তামাকজাত দ্রব্য শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং এ সকল দ্রব্য এদের কাছে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা।”

উল্লেখ্য, যারা তামাকজাত দ্রব্য সেবন করছেন তাদের মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমনের সম্ভাবনা বেশী এবং এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিশেষভাবে সর্তক করা হয়েছে। কারণ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও অন্যান্য অংঙ্গপ্রতঙ্গ ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে বিধায় করোনা ভাইরাস খুব সহজে তাদের আক্রমন করতে পারে। এ সময়ে তামাক কোম্পানীর উৎপাদন ও বিপনণ চলমান থাকায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং করোনা সংক্রমরোধে ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় মহামারীকালীন সময়ে তামাক কোম্পানীর বিপণন কার্যক্রম বন্ধ রাখায় জোর সমর্থন জানান। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক সিগারেট বা ভ্যাপিং টোব্যাকো জাতীয় জনস্বাস্থ্যের হুমকি স্বরূপ দ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

http://bdmetronews24.com/archives/65256

তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির আবেদন সাবেক মন্ত্রী ফারুক খানের

অর্থ-বাণিজ্য /

- অনলাইন ডেস্ক
- ২০২০-০৬-১৩ ১৬:২৫:১৭
-

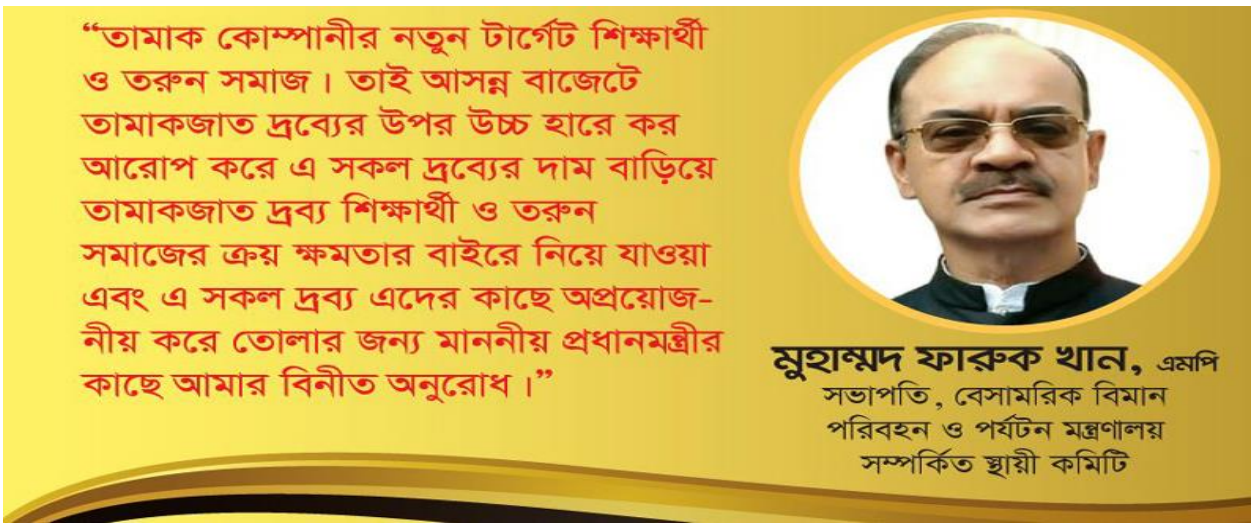

'তামাকের দাম বেশি হলে তরুণ জনগোষ্ঠী তামাক ব্যবহার শুরু করতে নিরৎসাহিত হবে এবং বর্তমান ব্যবহারকারীরাও তামাক ছাড়তে উৎসাহিত হবে। বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠির ৪৯ শতাংশই তরুণ। অর্থাৎ তরুণরাই এখন বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল নিয়ামক শক্তি। এই বিশাল তরুণ সমাজকে তামাকমুক্ত রাখার জন্য সকল তামাকপণ্যের কর ও দাম বাড়িয়ে তরুণদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে" এমন মন্তব্য করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী এবং সভাপতি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি লে. কর্নেল (অব:) মুহাম্মদ ফারুক খান, এমপি।

সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ বিষয়ক অনলাইন মিডিয়া আলোচনায় তিনি আরো বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন করতে হলে এখন থেকেই

তামাকের ব্যবহার দ্রুতহারে কমাতে হবে এবং এক্ষেত্রে উচ্চ করারোপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট জোর আবেদন করেন এবং বলেন, তামাক কোম্পানীর টার্গেট শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ। তাই আসন্ন বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে কর আরোপ করে এ সকল দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে তামাকজাত দ্রব্য শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং এ সকল দ্রব্য এদের কাছে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা।"

উল্লেখ্য, যারা তামাকজাত দ্রব্য সেবন করছেন তাদের মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমনের সম্ভাবনা বেশী এবং এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিশেষভাবে সর্তক করা হয়েছে। কারণ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও অন্যান্য অংঙ্গপ্রতঙ্গ ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে বিধায় করোনা ভাইরাস খুব সহজে তাদের আক্রমন করতে পারে। এ সময়ে তামাক কোম্পানীর উৎপাদন ও বিপনণ চলমান থাকায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং করোনা সংক্রমরোধে ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় মহামারীকালীন সময়ে তামাক কোম্পানীর বিপণন কার্যক্রম বন্ধ রাখায় জোর সমর্থন জানান।

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক সিগারেট বা ভ্যাপিং টোব্যাকো জাতীয় জনস্বাস্থ্যের হুমকি স্বরূপ দ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

http://timetouchnews.com/news/news-details/63440

সকালের আলো
চেতনায় ৭ম

9:00:20 PM

Thursday, July 16, 2020

৭ম বর্ষে সকালের আলো

ঢাকা বিভাগ

তরুনদের রক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির আবেদন সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রীর

মোহাম্মদ রুবায়েত :
সময় : ২০২০-০৬-১৩ ১৮:০০:০৮

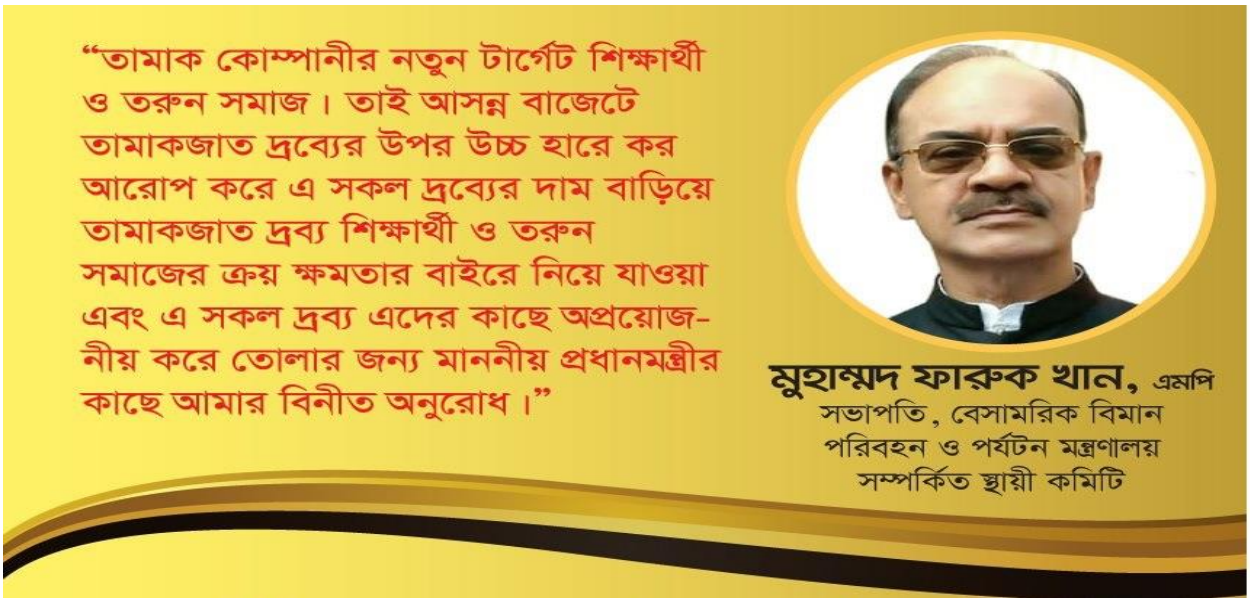

”তামাকের দাম বেশি হলে তরুণ জনগোষ্ঠী তামাক ব্যবহার শুরু করতে নিরৎসাহিত হবে এবং বর্তমান ব্যবহারকারীরাও তামাক ছাড়তে উৎসাহিত হবে। বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠির ৪৯ শতাংশই তরুণ। অর্থাৎ তরুণরাই এখন বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল নিয়ামক শক্তি। এই বিশাল তরুণ সমাজকে তামাকমুক্ত রাখার জন্য সকল তামাকপণ্যের কর ও দাম বাড়িয়ে তরুণদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে” এমন মন্তব্য করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী এবং সভাপতি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি লে. কর্নেল (অব:) মুহাম্মদ ফারুক খান, এমপি। সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ বিষয়ক অনলাইন মিডিয়া আলোচনায় তিনি আরো বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন করতে হলে এখন থেকেই তামাকের ব্যবহার দ্রæতহারে কমাতে হবে এবং এক্ষেত্রে উচ্চ করারোপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট জোর আবেদন করেন এবং বলেন, তামাক কোম্পানীর টার্গেট শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ। তাই আসন্ন বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে কর আরোপ করে এ সকল দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে তামাকজাত দ্রব্য শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং এ সকল দ্রব্য এদের কাছে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা।”

উল্লেখ্য, যারা তামাকজাত দ্রব্য সেবন করছেন তাদের মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমনের সম্ভাবনা বেশী এবং এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিশেষভাবে সর্তক করা হয়েছে। কারণ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও অন্যান্য অংঙ্গপ্রতঙ্গ ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে বিধায় করোনা ভাইরাস খুব সহজে তাদের আক্রমন করতে পারে। এ সময়ে তামাক কোম্পানীর উৎপাদন ও বিপনণ চলমান থাকায় তিনি বিষ্ময় প্রকাশ করেন এবং করোনা সংক্রমরোধে ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় মহামারীকালীন সময়ে তামাক কোম্পানীর বিপণন কার্যক্রম বন্ধ রাখায় জোর সমর্থন জানান। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক সিগারেট বা ভ্যাপিং টোব্যাকো জাতীয় জনস্বাস্থ্যের হুমকি স্বরূপ দ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

http://www.sokaleralo.com/online_portal/news_show/30527/31